পাঠকের মতামত

বাংলাদেশে কমপিউটারের মান নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান যুগকে কমপিউটারের যুগ বলা হয়। আধুনিক সভ্যতায় কমপিউটারের অবদান প্রায় সকল ক্ষেত্রে। শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, ব্যবসা, যোগাযোগ, সঙ্গীত এবং অফিস আদালতসহ সকল কাজ কর্মে কমপিউটার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কমপিউটারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে কমপিউটারের মান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। হাইটেক প্রফেশনাল এর এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে সংযোজিত কমপিউটারের মান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ একটি আচারের বোতলে বিএসটিআই (BSTI)-এর মান নিয়ন্ত্রণের ছাপ থাকে। আমাদের দেশে এমন একটি সংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন যাদের কাজ হবে কমপিউটারের মান পরীক্ষা করা। কোন কোম্পানি এদের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশে কমপিউটার বাজারজাত করতে পারবে না। এ সংস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত থাকবেন দেশের কমপিউটার অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ। এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রেতা সাধারণ খুবই উপকৃত হবেন এবং দেশে কমপিউটার প্রযুক্তি আরও সম্প্রসারিত হবে। আশা করা যায় "বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি" এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

মোঃ ফারুক, কুমিল্লা

প্রতিটি শিক্ষাবোর্ডে পৃথক কমপিউটার সেল স্থাপন প্রসংগে

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং দৈনিক ইত্তেফাকের শেষ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে প্রকাশিত সংবাদ পড়ে অবগত হলাম যে বাংলাদেশ আন্তঃ বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের নিকট স্ব-স্ব শিক্ষা বোর্ডে পৃথক কমপিউটার সেল স্থাপনের দাবী করেছেন এবং এজন্য তারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচীও ঘোষণা করেছেন। তাদের কর্মসূচী পড়ে আমরা যারা ভাল রেজাল্ট করার আশা করি অথচ ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাই না তারা বিচলিত না হয়ে পারছি না। কেননা পরীক্ষা পদ্ধতি কমপিউটারায়ন হওয়ার পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মেধা তালিকায় শুটি কয়েক স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্কুলের কোন স্থান থাকতো না। কিন্তু কমপিউটারায়ন হওয়ার পর বিভিন্ন অখ্যাত স্কুল মেধা তালিকায় স্থান পাচ্ছে অর্থাৎ মেধা তালিকা বিশেষ কয়েকটি স্কুলে সীমাবদ্ধ থাকছে না।

আমি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যতদূর জানি কমপিউটার কেন্দ্র ঢাকায় হওয়াতে রেজাল্ট প্রসেসিং এর সময় কমপিউটার কেন্দ্রে নিযুক্ত কর্মচারীগণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। কোন প্রকার চাপের সম্মুখীন হন না। এতে করে রেজাল্ট নিরপেক্ষ হয়। যদি কমপিউটার কেন্দ্রকে স্ব-স্ব বোর্ডে স্থানান্তর করা হয় তাহলে রেজাল্ট আবার সেই গুটিকয়েক স্কুলের ভাগ্যে চলে যাবে। কেননা ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রেজাল্ট নিয়ে নানা দুর্নীতির কথা শুনেছি। গত বছর পত্রিকায় প্রকাশিত যশোর বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ঘাপলায় প্রায় ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। রেজাল্ট এবং রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক ঘাপলা করে বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ অবৈধ রোজগার করে বাড়ী গাড়ীর মালিক হন। কমপিউটার কেন্দ্রটি ঢাকায় অবস্থিত হওয়ার ফলে এই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা অবৈধ উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারা কমপিউটার কেন্দ্রকে স্ব-স্ব বোর্ডে স্থানান্তর করে আবার অবৈধ উপায়ে উপার্জন করার পথ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন।

এমতাবস্থায়, কমপিউটার কেন্দ্রকে স্ব-স্ব বোর্ডে স্থানান্তর না করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম কে জামান, ঢাকা।

কমপিউটার শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী

বাংলাদেশে কমপিউটার প্রসার আগের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে। পাঁচ বছর আগে তাকালে দেখা যাবে বাংলাদেশে বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। যা ছিল তা হাতে গোনা কয়েকটি। এখনকার অবস্থাটা একেবারেই ভিন্ন। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কিন্তু এদের প্রশিক্ষণের মান কেমন তার খবর রাখার মত তেমন কেউ নেই। বি.সি.সি.-র উপর দায়িত্বটা সবচেয়ে বেশি পড়ে। কিন্তু বি.সি.সি.-র কর্মকাণ্ডে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। বি.সি.এস. গত বছরের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কনভেনশনে ঘোষণা দিয়েছিল ঐ বছর ডিসেম্বর মাস নাগাদ তারা সদস্য মান উন্নয়নের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাদের সেই ঘোষণা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। আমার প্রসঙ্গটা একটু ভিন্ন। বাংলাদেশে কমপিউটার শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী। গরীব মানুষ কখনো কমপিউটার শিখতে পারবে বলে মনেই হয় না। কারণ বেশির ভাগ কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ফি এত বেশি যে, তা শুনলে কমপিউটার শেখার আগ্রহ হারিয়ে যায়। যদিও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান কম টাকায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আবার এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা ৮০০ টাকায় তিনটি কোর্স শেখায়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে তাদের প্রশিক্ষণের মান কেমন।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মত করে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। বিদেশী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ডিপ্লোমা কোর্সের কোর্স ফি ৩৫ হাজার টাকার নিচে নেই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ৪৮ হাজার টাকা। যে প্রতিষ্ঠান বিদেশী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের কোর্স ফি ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে। তাহলে যারা কমপিউটার শিখতে আগ্রহী এবং মধ্যবিত্ত তাদের পক্ষে কি কমপিউটারের উপর উচ্চতর ডিগ্রী নেয়া সম্ভব? কমপিউটারের উপর বি.এসসি. ডিগ্রী অর্জনের জন্য যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে তাদের কোর্স ফি সহজেই অনুমেয় ডিপ্লোমা কোর্স ফি থেকে। অতএব এর থেকে একটা কথাই স্পষ্ট যে, কমপিউটারের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে হলে প্রচুর টাকা ব্যয় করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর প্রচুর টাকা ব্যয় করে যদি ভাল সম্মানীর কাজ না পাওয়া যায় তাহলে তো হতাশা আরো বেড়ে যাবে। মধ্যবিত্তের পক্ষে কতটা সম্ভব কমপিউটারের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করা?

তাই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার সময় এখনই। বি.সি.সি. দয়া করে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে কি?

আলমগীর মাহমুদ, মুন্সীগঞ্জ।